লিমাসল থেকে পোর্ট সাঈদ - ভূমধ্যসাগরের বুকে

শোভন **শামস**

লিমাসল সী ফ্রন্টে পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ভাবছিলাম এই নীল সাগরো বুকে বেড়াতে হবে। সূর্য ডুবতেই গাঢ় নীল পানির রং কালো হয়ে চারিদিকে অন্ধকার নেমে এলো। সাইপ্রাস থেকে পর্যটকদের জন্য ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ ও দেশগুলোতে যাত্রীবাহী জাহাজে ভ্রমনের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন ট্যুর কোম্পানী এগুলো পরিচালনা করে। প্রতিটা শহরে অনেক ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে। সন্ধ্যার দিকে তাই একটাতে ঢু মারলাম। রিসিপসনে বসা তরুনী হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। কোথায় যাব জিজ্ঞাস করাতে বললাম কোথায় যাওয়া যায়? গ্রীস, ক্রেটা, ইসরাইল, ইতালি, মিশর আরো অনেক দেশের নাম বলল। মিশরের পিরামিড দেখা যেতে পারে, তাই বললাম মিশর যাব। ইসরাইল যাওয়ার অনুমতি নেই পাসপোর্টে। বলল তুমি ভাগ্যবান একদিন পর সোমবারে প্রিন্সেস মরিস্যা পোর্ট সাঈদ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং সিটও খালি আছে। টিকেটের দাম পঞ্চাশ সাইপ্রাস পাউন্ড থেকে শুরু করে দু শ পঞ্চাশ পাউন্ড পর্যন্ত। নানা রকম সুবিধা সহ লাক্সারী রয়াল সেলুন এর দাম সবচেয়ে বেশী। একা যাচ্ছি এত সুযোগ এর দরকার কি, তাই পঞ্চাশ পাউন্ড এর কেবিন বুক করলাম। আমার পাশপোর্ট দেখিয়ে বললাম আমাকে আর কি কি ফর্মালিটিজ করতে হবে। বাংলাদেশের পাসপোর্ট দেখে হঠা বলল আমি একটু চেক করে দেখি তোমার ভিসা লাগবে কিনা। টেলিফোনে কথা বলে একটু পরে বলল সরি তোমার মিশরের ভিসা লাগবে। আগামী কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। নিকোশিয়াতে মিশর দুতাবাস থেকে ভিসা নেয়া যেতে পারে। অনেকেই পায়, ভাগ্যবান হলে ভিসা জুটবে ও মিশর যাত্রা শুভ হবে। ধন্যবাদ জানিয়ে বের হয়ে এলাম ট্রাভেল এজেন্সি থেকে। মূলত স্কেন্ডেনেভীয় দেশের মানুষ ও কিছু পশ্চিম ইউরোপীয় নাগরিক এইসব ভ্রমণ প্যাকেজে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বেড়াতে যায়। বাংলাদেশের নাগরিক এর সংখ্যা নিতান্তই কম প্রায় নেই বললেই চলে এবং অনেক পাসপোর্টে কোন ভিসাই লাগে না। এন্টি পয়েন্টে ভিজিট ভিসা দিয়ে দেয়। পরদিন সকালে গ্রুপ ট্যাক্সিতে করে সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়াতে এলাম। সী ফ্রন্ট দিয়ে চলতে চলতে একটা রাস্তা নিকোশিয়া ও অন্যাটা লারনাকার দিকে চলে গেছে। ভূমধ্যসাগরকে ডানে ও বামে পাহাড় ও সমতল রেখে রাস্তা বানানো। দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে মাসিডিজ ট্যাক্সিতে করে দশটার দিকে নিকোশিয়া পৌছালাম। কাছে ম্যাপ ছিল তাই ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড থেকে সরাসরি মিশর দুতাবাসে চলে গেলাম ভিসা নিতে। দুতাবাসে মিশর ভ্রমনের কথা বলাতে প্রথমেই বলে দিল নিজ দেশ থেকে ভিসা নিতে হবে। আমি ইরাকে থাকি ভিসা নিজ দেশ থেকে কিভাবে নেয়া সম্ভব। আমার সংস্থার কাগজ পত্র দেখতে চাইল দেখালাম বলল অপেক্ষা কর। ভিসা বিভাগের একজন মধ্যবয়সী মহিলা এলেন, আমি সমস্যার কথা বললাম। সাইপ্রাস এসেছি প্যাকেজ ট্যুর এ এক দিনের জন্য তোমাদের দেশে যেতে চাই। আমি তোমার দেশে থাকার জন্য যাচ্ছি না। হেসে বলল ঠিক আছে কাল এসো। বললাম ভিসা যদি দিতেই চাও আজই দিতে হবে

সন্ধ্যায় টিকেট কনফার্ম করব। বলল ঠিক আছে দুপুর ১টায় এসো। ধন্যবাদ দিয়ে নিকোসিয়া দেখতে বের হলাম। শহরটাতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী রয়েছে। সাইপ্রাসের উত্তর অংশ ফামাগুস্তা এলাকা তুরস্কের দখলে তাই এখানে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন আছে। নিকোসিয়া সাজানো শহর তবে পর্যটকদের ভীড় নেই। সাগর সৈকতে সূর্যØ ান এর জায়গা গুলোতে অকৃপন সূর্যের আলো নিতে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় মানুষ সাইপ্রাসে আসে। তবে মহিলা পর্যটকদের সংখ্যা অবাক হওয়ার মত। তারা প্রায় সব সুইডেন, জার্মানী, ইউকে থেকে এসেছে। নিকোশিয়া ঘুরেফিরে দেখে দুপুর ১টার সময় আবার দুতাবাসে গেলাম। দেরী না করে পাসপোর্টে ভিসা দিয়ে দিল এক সপ্তাহের। থাক খুশী মনে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডে চলে এলাম। দেরী না করে ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি লিমাসল ট্রাভেল এজেন্সীর অফিসে। কাউন্টারে বসা মেয়েটি আমাকে দেখে হেসে বলল কি কাজ হয়েছে ? আমি বললাম হ্যাঁ এবং তাকে কাগজ পত্র গুলো দিলাম। কিছুক্ষণ পর কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট নিয়ে টিকেট ও বোর্ডিং পাস দিয়ে দিল। ৩টায় জাহাজ ছাড়বে ১ টার সময় লিমাসল হারবারে থাকার জন্য বলল। আমি সময়মত হারবারে গিয়ে হাজি। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। আমিই প্রথম ব্যক্তি।

হারবারের রেষ্ট এরিয়াতে বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে সময় কাটাতে লাগলাম। ২ টার দিকে যাত্রীরা আস্তে আস্তে আসা শুরু করলো এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সব চেয়ার দখল হয়ে গেল। পরিচিত একটা মুখ বা বাংলা কথা বলার কোন মানুষ সেখানে ছিল না। সবাই সাদা চামড়ার, সর্বমোট তিনজন যাত্রী ইউরোপীয় ছিল না। একজন আফ্রিকান বংশোদ্ভুত জার্মান, স্ত্রী জার্মানীর, অন্য একটা মেয়ে এশিয়ান তবে দত্তক নেয়া আর আমি বাংলাদেশী। ভালই লাগছিল নিজের কাছে। এত মানুষের ভীড়ে বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে।

৩ টার সময় বোডিং এর ঘোষণা দিল সবাই মালপত্র নিয়ে লাইনে দাড়ালো। বেশ লম্বা কয়েকটা লাইন। আস্তে আস্তে লাইন এগিয়ে যাচ্ছে। আমার সামনে সুইডেনের মা ও মেয়ে, তাদের পাসপোর্ট দেখেই সিল মেরে দিল। আমার পাসপোর্ট দেখার পর তা সরিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে বলল। মনটা খারাপ হলো একটু। তারপর মোটামুটি সবার শেষে পাসপোর্ট ভিসা খুটিয়ে দেখে বোর্ডিং পাশে সিল দিল। সব যাত্রীরা এতক্ষনে জাহাজের দিকে চলছে। বিশাল একশত চৌত্রিশ মিটার লম্বা যাত্রীবাহী জাহাজ। ঢোকার মুখে চেক করে মাল পত্র রেখে দিচ্ছে ও রুমের লোকেশন

দেখানো ম্যাপ, বিপদকালীন করনীয় কাজ ও বিপদকালীন অবস্থানের কার্ড হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। ম্যাপ দেখে নিজের কেবিনে চলে এলাম। ছোট্ট তবে সুন্দর কেবিন। উপরে নীচে মিলে দুই বার্থ রুমে একটা বেসিন আছে। রুম থেকে বেরোলে ওয়াস রুম ও শাওয়ার। আলোকিত করিডোর, আরো বহু পর্যটক আমার মত দুই কিংবা চার বার্থের রুম গুলোতে ঢুকছে। একটু পরেই মাইকে ঘোষনা শুনলাম। আমার নাম ধরে ডাকছে ও আপার ডেকে রিপোর্ট করতে বলছে। যথারীতি সেখানে উপস্থিত হলাম। আমার কাগজ পত্র, বয়স দেখল। কি কারনে এখানে আসলাম জিজ্ঞাসা করাতে বলল আমার সাথে কাকে দেয়া যায় তা দেখার জন্য আমাকে ডেকেছে। পরে ভাগ্য ভালই বলা যায় কেবিনে আমি একাই ছিলাম। কেবিনে সেট হতেই ইমার্জেন্সি বেল বেজে উঠল। জাহাজ কর্তৃপক্ষ আগুন ও অন্যান্য দুর্ঘটনা রোধে বেশ সতর্ক। প্রত্যেকে তাদের কার্ডে দেখানো অবস্থানে অ্যারো মার্ক দেখে দেখে পজিশন নিয়ে নিল। জাহাজের নিরাপত্তার লোকজন সব কাজ ও অবস্থান চেক করে নিল। লক্ষ্যণীয় যে, ইউরোপীয় পর্যটকরা এ ধরণের মহড়ার সাথে অভ্যস্থ এবং বেশ আগ্রহ নিয়ে তারা এই মহড়ায় অংশ গ্রহন করছে। মহড়া শেষে ব্রিফিং হলো। সন্ধ্যার পর ডিনার সবাইকে ফর্মাল ড্রেস ও সু পরে আসার জন্য বলল। প্রত্যেককে আলাদা টেবিল নম্বর ও সময় দিয়ে দিল। ২ টা ডাইনিং রুম আছে জাহাজে। ২/৩ ব্যাচে ডিনার এর ব্যবস্থা। কেউ টাইম ও রুম মিস করলে। ডিনার কিংবা অন্যান্য খাওয়া নিয়ে সমস্যা হবে বলে জানিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে জাহাজ চলা শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে লিমাসল হারবার ছেড়ে জাহাজ পোর্ট সাঈদ এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সূর্য এখনো আকাশে। চারিদিক আলোকিত। ডেকে গিয়ে ভূমধ্যসাগরের বুকে থেকে লিমাসল পোর্টকে বিদায় জানাচ্ছি। সাগরে আরও অনেক মালবাহী জাহাজ ও ছোট ছোট কার্গো শিপ ও বোট আছে। কেউ বন্দরে যাচ্ছে কেউ বা বন্দর ছেড়ে গন্তব্যে চলছে। প্রিন্সেস মরিস্যা জাহাজে যাত্রীদের জন্য নয়টা প্যাসেঞ্জার ডেক আছে। ডেক গুলোতে চেয়ার আছে, যাত্রীরা সাগরের বাতাস খাওয়ার জন্য এখানে বসতে পারে। সাগরে সূর্যাস্ত দেখা পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ডেকে রয়ে গেলাম। এ ছাড়াও পুরো জাহাজটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হলো। একদম উপরের ডেকে সানবাথ করার জন্য বেড ও ছাতা আছে। ইতিমধ্যে অনেক যাত্রী সূর্যের অকৃপন রোদ্র পোহাতে নিজেদেরকে মেলে দিয়েছেন। বেশিক্ষণ এখানে না থেকে অন্যান্য জায়গা গুলো ঘুরে দেখতে লাগলাম। ছবি তুলতে ইচ্ছা হলো তবে একা বলে তা সব সময় সম্ভব

হচ্ছিল না। একজন গ্রীক পর্যটককে কয়েকটা ছবি তুলে দিতে বললাম। ছবি তুলে আমাকে কৃতার্থ করলেন তিনি। প্রিন্সেস মারিস্যা জাহাজে ডিউটি ফ্রি সপ, কনফারেন্স রুম, ছবি তোলা ও ওয়াস এর জন্য ফটোশপ, গ্যারেজ ও ক্যাসিনো আছে। টিভি ভিডিও দেখার রুম ও আছে একটা। মোটকথা জাহাজের মধ্যেই একটা শহর ও বিনোদন কেন্দ্র।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে ভূমধ্যসাগরে। অপূর্ব দৃশ্য, আকাশে লালচে সূর্য নীচে নীল শান্ত পানি আস্তে আস্তে গাঢ় নীল হয়ে যাচ্ছে। সূর্যটা যখন সাগরে ডুব দিল তখন চারিদিক আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেল। জাহাজের লাইট তখনো পুরোপুরি জ্বালানো হয়নি। আস্তে আস্তে কেবিনের দিকে রওয়ানা হলাম। দুপুর থেকেই সেট হতে হতেও হতে পারিনি তাই কেবিনে এসেই শাওয়ার নিতে গেলাম। ঠান্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা আছে। সব জায়গাতে সংযমী হবার উপদেশ। বেশী পানি নষ্ট না করার জন্য অনুরোধ সম্বলিত ষ্টিকার। গোসল করে ফ্রেস হলাম। ডিনারে যাওয়ার জন্য ফর্মাল ড্রেস জুতা পরে আপার ডেকের দিকে এলাম। সন্ধ্যা সাতটায় আমার ডিনার টাইম। ডাইনিং রুমে গেলাম সেখানে প্রত্যেকের জন্য সিট প্লান আছে। আমার টেবিল নাম্বার দেখে সেখানে বসতে গেলাম। এক টেবিলে পাঁচজন যাত্রী। আমার সাথে দুটো কাপল, ব্রিটিশ ও জার্মান দম্পতি। জার্মান দম্পতি তেমন কোন কথা বলে না। ব্রিটিশ ভদ্রলোক হাসি দিয়ে হালকা কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। ডিনার বুফের মতো টেবিলে সাজানো আছে। সেখান থেকে পছন্দমত খাবার এনে টেবিলে বসে খাওয়া। আমাদের খাওয়া হলে দ্বিতীয় দলের জন্য আবার ডাইনিং রুম রেডি করা হবে। খাওয়া দাওয়া চম□কার প্রায় ছয়/সাত কোর্সের ডিনার। ডিনার করে বাইরের ডেকে এলাম। চারিদিকে নিথর রাত অন্ধকারে জাহাজ চলছে। জাহাজটাই যেন জীবন্ত একটা শহর। মাঝে মাঝে দুরের জাহাজের আলো এবং মেঘহীন আকাশের তারা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ভেতরে এলাম। ডিউটি ফ্রি শপে বিভিন্ন জিনিষ পত্র কেনা বেচা চলছে। ভিউকার্ড, গেঞ্জি, জাহাজের ক্যাপ ইত্যাদি স্যুভেনির হিসেবে পর্যটকরা কিনছে। দাম ভালোই। জাহাজের কর্তব্যরত সেলস গার্লরা এগুলো হাসিমুখে বিক্রি করছে। হালকা মিউজিক বাজছে বিভিন্ন জায়গায়। ডিউটি ফ্রি শপ পেরিয়ে গেলে ক্যাসিনো,বিশাল কক্ষের নানা জায়গায় খেলা চলছে। কেসিনো প্রীতি যাদের আছে তারা বসে গেল আর সুন্দরীরা তাস ও অন্যান্য খেলা পরিচালনা করছে। না খেললেও দেখতে তো দোষ নেই। ঘুরে ঘুরে দেখলাম টেবিল গুলোর কাছে গিয়ে। স্লট মেশিন ও আছে। কয়েন ফেলে ভাগ্য পরীক্ষা করছে অনেকে। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাচ্ছে। রাত ১১ টায় ফ্লোর শো আছে, প্রায় এক ঘন্টা চলবে সবাই শো রুমে জড়ো হচ্ছে। এই ফাকে কেবিনে এসে কিছুক্ষণ ডাইরী লিখলাম। সাড়ে দশটার দিকে আবার ডেকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শো-রুমে পর্যটকরা বসে গেছে অনেকে। ১১ টার সময় যথারীতি ড্যান্স শো শুরু হলো। জাহাজেরই নিজস্ব শিল্পী আছে। এরা অন্যান্য কাজও করে সাথে রাতের বেলা ড্যান্সার হিসেবে শোতে অংশগ্রহন করে। বিভিন্ন ধরনের নাচে এক ঘন্টা কিভাবে যে পার হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। সবার চোখে মুখেই খুশীর ছ'টা দেখা যাচ্ছে। আজ রাতে আর কোনো আয়োজন নেই শুধু ক্যাসিনো পাগল লোকজনের জন্য ক্যাসিনো খোলা থাকবে। রুমে ঘুমাতে চলে এলাম। এলার্ম এর শব্দে ঘুম ভাঙ্গল রাতে জাহাজের হালকা দুলুনিতে কখন যে ঘুম এসে গেয়েছিল টের পাইনি। সকাল বেলা ফ্রেস হয়ে নাস্তা খেতে

গেলাম। ভাল আয়োজন। একই টেবিল এবং আমার সাথের দুই দম্পতি। নাস্তার পর আমাদের হাতে প্যাক লাঞ্চ দিয়ে দিল। জাহাজ মিশরের পোর্ট সাঈদ এর কাছাকাছি চলে এসেছে। পোর্ট সাঈদ এর নানা ফর্মালিটিজ শেষ করে নামতে নামতে ১০ টা বেজে গেল। নামার সময় জাহাজের হোষ্টেজরা পোর্ট সাঈদ লিখা প্যাকার্ড নিয়ে পোজ দিয়ে দাড়িয়ে আছে, সবার একটা করে ছবি তুলছে তাদের সাথে। ফেরার পথে ৫ সাইপ্রাস পাউন্ড দিয়ে এগুলো সংগ্রহ করা যাবে। পোর্ট সাঈদ থেকে, কায়রো মিউজিয়াম, প্যাপিরাস কারখানা ও গিজার পিরামিড দেখে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। জাহাজে উঠেই কেবিনে ফ্রেস হবার জন্য এলাম। সাথে মিশরের কিছু স্যুভেনির। রাতে জাহাজ আবার ভূমধ্যসাগরের বুক চিরে লিমাসল বন্দরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল বিদায় পোর্ট সাঈদ।

shamszarif@yahoo.com